দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

ঢাবি শিক্ষার্থীকে নির্যাতন

আদালত স্থানান্তরে সেনা সদরের চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেছে হাইকোর্ট

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এক সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা সামরিক আদালতে স্থানান্তরের জন্য সেনা সদর দপ্তরের দেয়া চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে করা এ মামলা সামরিক আদালতে চলতে পারে কিনা এই মর্মে রুল জারি করা হয়েছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিরক্ষা সচিব, আইন সচিব, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-টাঙ্গাইল, জজ অ্যাডভোকেট জেনারেলসহ ছয় জনকে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল বুধবার এই আদেশ দেন। এছাড়া আদালত স্থানান্তরের এই আইনি প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত করেছে আদালত।

টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে গত ৩০ মার্চ শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ'র শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান তুষ্টি। তুষ্টির পরিবারের অভিযোগ, যৌতুকের দাবিতে তুষ্টিকে বেঁধে নির্মমভাবে পেটায় তার স্বামী মেজর নাজির উদ্দিন। এ বিষয়ে তখন গণমাধ্যমে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরে ২ এপ্রিল টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে একটি মামলা করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়, তুষ্টিকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার বাবা নুরুল ইসলাম, মা শাহনাজ আক্তার ও ভাই মুঈদ হাসানও মারধরের শিকার হন। যখন এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তখন নাজির উদ্দিন চট্টগ্রামের বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে (বিএমএ) প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্ত্রী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠার পর তাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।

টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি বিচারাধীন থাকাবস্থায় সেনা সদর দপ্তরের এরিয়া কমান্ডার (লজিস্টিকস) মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান খান গত ১১ মে এ বিষয়ে ওই ট্রাইব্যুনালে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে মামলাটি সামরিক আদালতে স্থানান্তরের কথা বলা হয় বলে জানান রিটকারীর আইনজীবী ব্যারিস্টার অনীক আর হক। পরে তুষ্টির পিতা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া ওই চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দায়ের করেন। রিটের শুনানিতে ব্যারিস্টার অনীক আর হক বলেন, এই মামলাটি বিশেষ আইনের অধীনে দায়ের করা হয়েছে। ফলে এর বিচার সামরিক আদালতে হতে পারে না। শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পাশাপাশি রুল জারি করে। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আল আমিন সরকার।

পরে অনীক আর হক জানান, সেনা কর্মকর্তা হওয়ায় সামরিক আদালতে নাজির উদ্দিনের বিচার করার জন্য তুষ্টির পরিবারের করা মামলাটির নথিপত্র চায় সেনা সদরদপ্তর। কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলা সামরিক আদালতে বিচারের আওতাভুক্ত নয়। কেননা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে, অন্য কোনো আইনে যাই থাকুক, এ আইনের বিধানই কার্যকর হবে। তবে সাধারণ ফৌজদারি আদালতে বিচারযোগ্য মামলা কোর্ট মার্শালে বিচার করা যায়।